সর্বজনীন টিকা করণ কর্মসূচির (ইউ.আই.পি.) অধীনে নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন (পি.সি.ভি.)-এর সূচনা করলেন শ্রী জে.পি. নাড্ডা টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধ যোগ্য রোগে দেশের কোনো শিশুর মৃত্যু উচিত নয় আমরা শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: শ্রী জে.পি. নাড্ডা

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ওপরিবার কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী জে.পি. নাড্ডা বলেছেন, আমাদের সরকারের লক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, “টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগে দেশের কোনো শিশুর মৃত্যুযাতে না হয়”|

Posted On: 15 MAY 2017 5:40PM by PIB Kolkata

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ওপরিবার কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী জে.পি. নাড্ডা বলেছেন, আমাদের সরকারের লক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, “টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগে দেশের কোনো শিশুর মৃত্যুযাতে না হয়”| হিমাচলপ্রদেশের মান্ডি-তে শনিবার সর্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচির (ইউ.আই.পি.)অধীনে নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন (পি.সি.ভি.)-এর সূচনা করে একথা বলেন তিনি | ভারতের টিকাকরণ কর্মসূচিতে এই উদ্যোগকে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত ও দৃষ্টান্তস্থাপনকারী পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার শিশুদের মধ্যে রোগের প্রকোপ ও মৃত্যুর হার কমাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ| নিয়মিত টিকাকরণকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে দেশের শিশুদের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য বিনিয়োগ হবে এবং এর মধ্য দিয়ে দেশের এক সুস্থ ভবিষ্যত সুনিশ্চিত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন|

নিউমোনিয়া ও মেনিনজাইটিস-এর মত নিউমোকক্কালরোগের নানা গুরুতর রূপের বিরুদ্ধে ছেলে মেয়েদের সুরক্ষা দেবে পি.সি.ভি.| বর্তমানে প্রথম পর্যায়ে হিমাচলপ্রদেশে এবং বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি অংশের প্রায় ২১লক্ষ শিশুর জন্য এই টিকাকরণ শুরু হয়েছে| এর পরবর্তী পর্যায়ে আগামী বছর মধ্যপ্রদেশও রাজস্থানে তা শুরু হবে এবং এরপর তা পর্যায়ক্রমে গোটা দেশেই সম্প্রসারিত হবে | অনুষ্ঠানে হিমাচলপ্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী কাউল সিং ঠাকুর, হিমাচলপ্রদেশের মান্ডির সাংসদ শ্রী রাম স্বরূপ শর্মা, স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব শ্রীসঞ্জীব কুমার উপস্থিত ছিলেন|

টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগ থেকে শিশুদের জীবন রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির অঙ্গীকারের পুনরুল্লেখ করে শ্রী নাড্ডা বলেন,সরকার সম্পূর্ণ টিকাকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে | মিশন ইন্দ্র ধনুষের অধীনে এখন পর্যন্ত ২.৬ কোটিরও বেশি শিশুকে টিকাকরণ করা হয়েছে | সম্পূর্ণ টিকাকরণের আওতা বৃদ্ধির ক্ষেত্র আগে যেখানে বার্ষিক ১% ছিল, সেখানে মিশন ইন্দ্র ধনুষ কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর এই বৃদ্ধি বার্ষিক ৬.৭% হয়ে গেছে| শ্রী নাড্ডাবলেন, “টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য ছয়টি রোগের ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদানের মধ্যদিয়ে শুরু হওয়া টিকাকরণ কর্মসূচি এখন আমাদের শিশুদের ১২টি রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করছে|”

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই টিকাগুলো বেসরকারি ক্ষেত্রে অনেক বছর থেকেই পাওয়া যেত| শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর অন্য দেশে ও পাওয়া যেত| তিনি বলেন, “এই টিকাগুলো বেসরকারি ক্ষেত্রে থাকার ফলে শুধুমাত্র যাদেরসামর্থ্য ছিল তারাই তা দিতে পারতেন| এখন এগুলোকে সর্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায়নিয়ে আসার মাধ্যমে যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেই অবহেলিত ও দুঃস্থদের জন্যও সরকার সমানভাবে টিকার সুযোগ নিয়ে এসেছে”|

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, “ভারতে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে অন্যান্য সংক্রামক রোগের চেয়ে নিউমোনিয়াতেই সবচেয়ে বেশি শিশু মারা যায়| সর্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচির অধীনে ২০১৫ সাল থেকে সব রাজ্যেই শুরুহওয়া পেন্টাভেলেন্ট ভ্যাকসিন হোমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি (হিব) নিউমোনিয়া-এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়| এখন সর্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচিতে পি.সি.ভি.-এর সূচনার মধ্যদিয়ে নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া রোগেও শিশু মৃত্যুর হার কমবে| এর ফলে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সংখ্যাও কমবে এবং পরিবারগুলির আর্থিক বোঝালাঘব হবে, যা দেশের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বোঝা কমিয়ে আনবে|”

স্বাস্থ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, সরকারি ওতালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর (আই.সি.টি.)রোগী সন্তুষ্টি পদ্ধতি (পি.এস.এস.) “মেরা আসপাতাল/মাই হসপিটাল” জনস্বাস্থ্যসুবিধার গুণমান নিয়ে রোগীদের অভিজ্ঞতা জানার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা প্রদান করার জন্য বিবেচিত হয়েছে | তিনি আরও বলেন যে, বিনামূল্যে ওষুধ পরিষেবা এবং উনিশ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য প্রথম পর্যায়ে দেশের ১০০টি জেলায় শুরু হতে যাওয়া অসংক্রামক রোগের সর্বজনীন পরীক্ষা, বিনামূল্যে রোগ পরীক্ষা পরিষেবা উদ্যোগ, জেলা হাসপাতালগুলো কে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সহায়তা, ব্যাপক প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার সূচনা এবংগুণমান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি—এগুলো সবই মূলত সুরক্ষার ঘাটতি কমানো, সুরক্ষার গুণমানবৃদ্ধি করা এবং ব্যয়বহুল চিকিৎসা কমানোর জন্যই|

হিমাচলপ্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী কাউল সিংঠাকুর বলেন, পাঁচ বছরের কম বয়সী সমস্ত শিশুদের নিউমোনিয়া ও মেনিনজাইটিস থেকেসুরক্ষা প্রদান করার জন্য পি.সি.ভি. শিশুদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ| হিমাচলপ্রদেশের মান্ডি থেকে এই পি.সি.ভি.-এর সূচনা করার জন্য তিনি শ্রী জে.পি.নাড্ডাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন| তিনি বলেন, “শিশু মৃত্যুর হার আরও কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের উদ্যোগকে এই টিকাকরণ কর্মসূচি বিশেষ সহায়তা করবে”|

পি.সি.ভি. নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির করতে টিভি ও রেডিও’র জন্য বিভিন্ন প্রচারমূলক সরঞ্জামেরও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন শ্রী নাড্ডা | এই পরিষেবা যাতে বেশিরভাগ মানুষই পেতে পারেন, তার জন্য মন্ত্রক ব্যাপক সচেতনতা অভিযান শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে|

ভারতে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর ক্ষেত্রে টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রধান হচ্ছে নিউমোকক্কাল রোগ| পৃথিবীতে নিউমোনিয়া রোগে এই বয়সী যত শিশুমারা যায়, তার প্রায় কুড়ি শতাংশই মারা যায় ভারতে | ২০১০ সালে ভারতে যতজন নিউমোনিয়া রোগে মারা গেছে তার ১৬% মারা গেছে নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়ায় এবং নিউমোনিয়া রোগে যতজন মারা যায় তার ৩০% হচ্ছে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু| তাই পি.সি.ভি.-এর সূচনার মাধ্যমে দেশে রোগের প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হবে|

অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন হিমাচলপ্রদেশের যুগ্ম সচিব (আর.সি.এইচ., আই.ই.সি.) শ্রীমতি বন্দনা গুরনানি, প্রধান সচিব(স্বাস্থ্য) শ্রী প্রবোধ সাক্সেনা, স্বাস্থ্য দফতরের অন্যান্য আধিকারিকগণ এবংডব্লিউ.এইচ.ও., ইউনিসেফ, পি.এইচ.এফ.আই. ইত্যাদির মত উন্নয়ন সহযোগী|

(Release ID: 1489888) Visitor Counter : 3

Background release reference

নিউমোনিয়া ও মেনিনজাইটিস-এর মত নিউমোকক্কালরোগের নানা গুরুতর রূপের বিরুদ্ধে ছেলে মেয়েদের সুরক্ষা দেবে পি.সি.ভি